ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৩৬ ● কলকাতা ● ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ১২ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

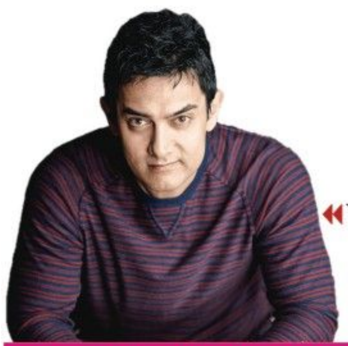

বন্যায় আটকে ছিলেন ২৪ ঘন্টা, আমির খান উদ্ধার হলেন যেভাবে

পৃঃ ৫

মেসি ২০৩৪ বিশ্বকাপেও খেলুক, চাওয়া ফিফা সভাপতির

পৃঃ ৬

সবুজ সাথী' থেকে 'মোবাইল ফোন'! পড়ুয়াদের জন্য বড় ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগেই একের পর এক মাস্টার স্ট্রোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। চা-বাগানে পাট্টা বিলির পর পাহাড়ের মানুষের জনজীবন উন্নয়নে একের পর এক ঘোষণা করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই পাহাড়ের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্প ও কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে জলপাইগুড়ি থেকে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস পরাজিত হয়েছিল। যদিও ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে এই জেলায় উল্লেখযোগ্য ভাল ফল করেছিল শাসক দল। কিন্তু এবার ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে ২০১৯ এর ব্যর্থতা কাটিয়ে আরও ভাল ফল করতে চায় শাসক দল। কার্যত উত্তরবঙ্গই এবার টার্গেট খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাই পাহাড়ের উন্নয়নে কার্যত ঢালাও প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রীর। জিটিএর জন্য একগুচ্ছ সুবিধার কথা পাহাড় সফর শুরুতে কার্শিয়াং থেকেই ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার নজরে উত্তরবঙ্গের আরও এক জেলা জলপাইগুড়ি।

এরপর ৩ পাতায়

ফের সক্রিয় কয়লা কেলেঙ্কারি, ভিডিও পোস্ট করে বিস্ফোরক শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গত বছর থেকে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগে জর্জরিত রাজ্য। এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি জানালেন বিহারের এক কয়লা ব্যবসায়ী। পড়শী রাজ্য বিহারের প্রমোধ যাদব নামের ওই ব্যবসায়ীর অভিযোগ, অবৈধ কয়লা সিন্ডিকেট থেকে মুখ্যমন্ত্রী ও তার ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মিলিত ভাবে বছরে প্রায় ২৫০-৩০০ কোটি টাকা আদায় করছেন।

সংবাদ মাধ্যমের সামনে তিনি আরও বলেন,' আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আটকে দেওয়া হচ্ছে। পেপার থাকা সত্ত্বেও মাল ঢুকতে দিচ্ছে না। ওনাদের পেপার চাই না। ওনাদের চাই টাকা। গাড়ি প্রতি ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা নিচ্ছে। সারাদিনে ২০০, ৫০০, ১০০০ গাড়ি যায় তাহলে অভিষেকের খাতায় কত টাকা যাচ্ছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন আর এদিকে সাধারণ মানুষকে লুঠ করে চলেছেন। ' রাজ্যে একাধিক কেলেঙ্কারি নিয়ে উত্তপ্ত আবহে শুভেন্দুর পোস্ট করা এই ভিডিও সামনে আসতেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সম্প্রতি এক সংবাদমাধ্যমের সামনে মমতা ও অভিষেকের বিরুদ্ধে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন ওই কয়লা ব্যবসায়ী। আর সেই ব্যবসায়ীর ভিডিও নিয়েই এবার মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জোর আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari)|

এই নিয়ে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শুভেন্দু লেখেন, 'তোলাবাজিতে পিসি-ভাইপোর নোবেল ভাবনা আমাকে কখনও অবাক করে না!!!

বিহারের এই ব্যবসায়ী, যিনি

এরপর ৩ পাতায়

বঙ্গে গীতাপাঠ ঘিরে চড়ছে রাজনীতির পারদ, ব্রিগেডে আয়োজন ঘিরে এখন সাজো সাজো রব

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : বঙ্গে গীতাপাঠ ঘিরে চড়ছে রাজনীতির পারদ। চব্বিশে ডিসেম্বর ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠর আয়োজন ঘিরে এখন সাজো সাজো রব। বঙ্গ বিজেপি এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নেমে পড়েছে আসরে। এখনও পর্যন্ত ঠিক রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লক্ষ্য কণ্ঠে গীতা পাঠের অনুষ্ঠানে ব্রিগেডে উপস্থিত থাকবেন।বিজেপির অভিযোগ, "শুধুমাত্র শাসক নেতাদেরই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। চব্বিশ ডিসেম্বরের গীতা পাঠের আয়োজনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।" পাল্টা বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনীতির অভিযোগ করছে তৃণমূল। আয়োজকদের কথায়, "মাহেশের মন্দির সমস্ত রাজনীতির উর্ধে। এতে রাজনীতির গন্ধ লাগাতে চাইনা। যেহেতু রাজ্য সরকারের অধীনে মাহেশে পর্যটন পেয়েছি তাই মুখ্যমন্ত্রীকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়।" অতীতে একাধিক ভোট হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক ভাগ হয়ে গিয়েছে। চব্বিশের লোকসভা ভোটে বিজেপির লক্ষ্য এই হিন্দু ভোটকে সুসংহত করা। পাল্টা ময়দানে তৃণমূলও। এবার বঙ্গ রাজনীতিতে 'গীতাপাঠ' বনাম 'গীতাপাঠ।'তার আগেই দু'হাজার কণ্ঠে গীতাপাঠ মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে। এ নিয়েই শাসক-বিরোধী তরজা

এরপর ৩ পাতায়

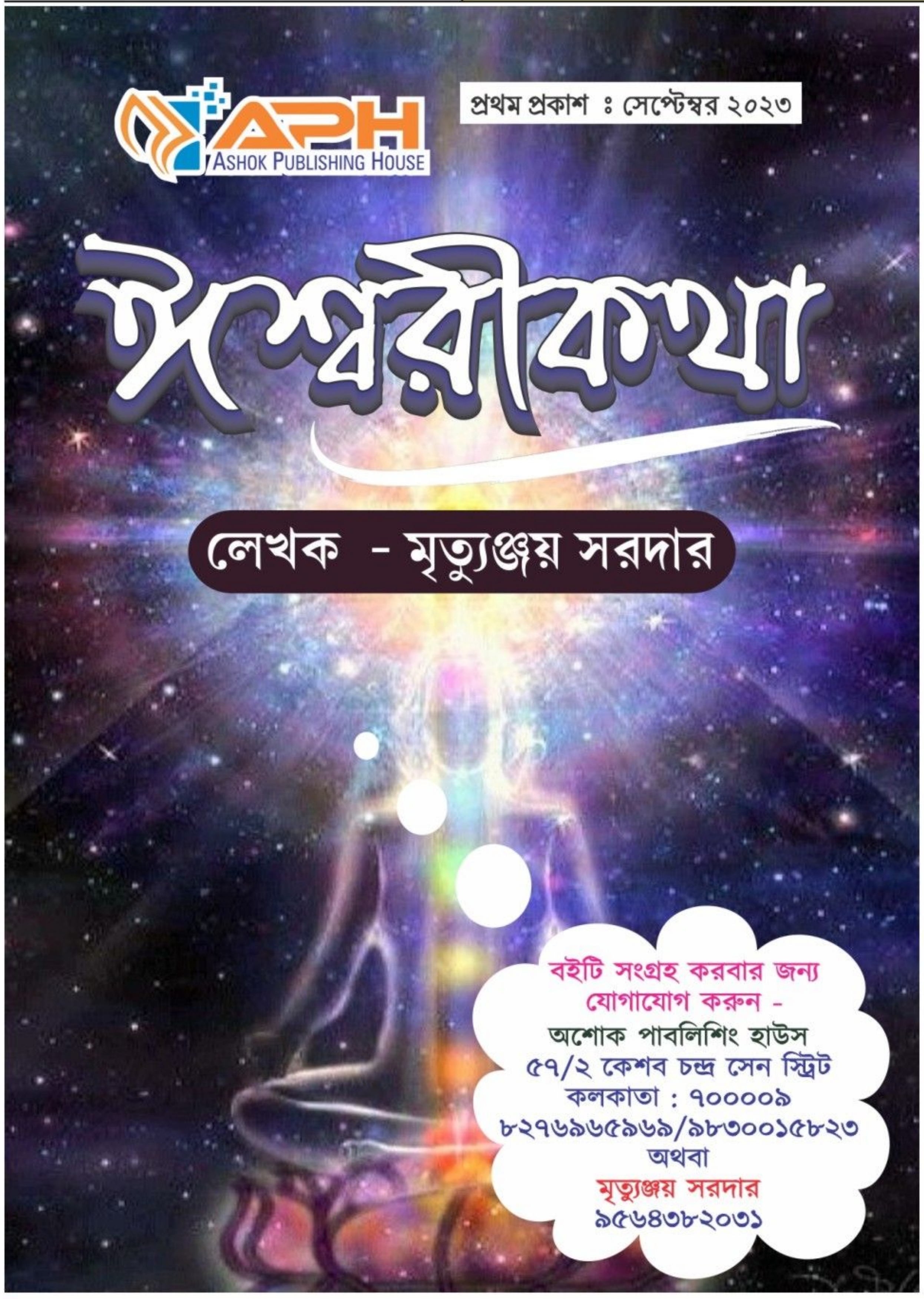

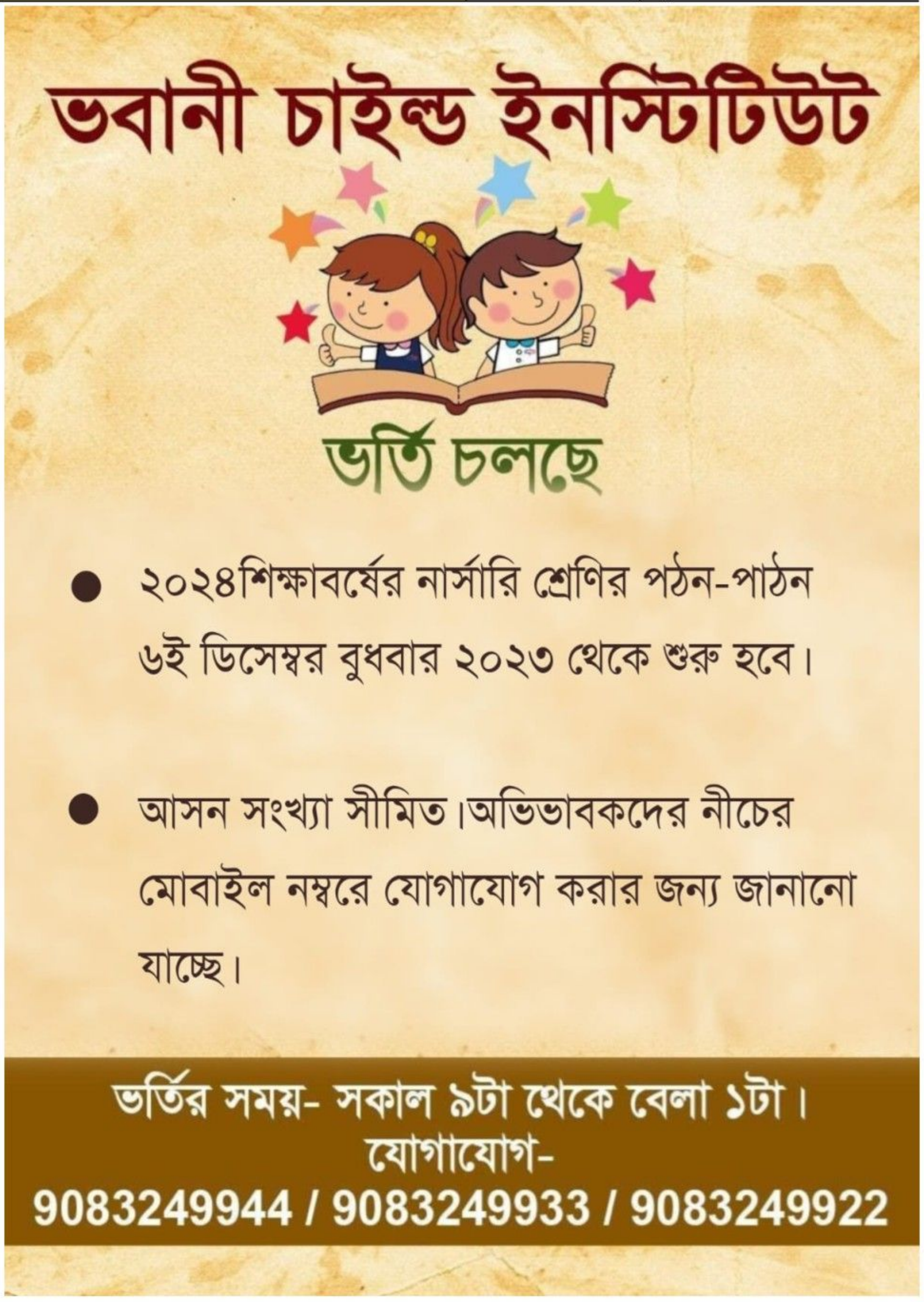

"মেনে নিতে হবে..."

বললেন মহারাজা হরি সিংয়ের পুত্র করণ সিং

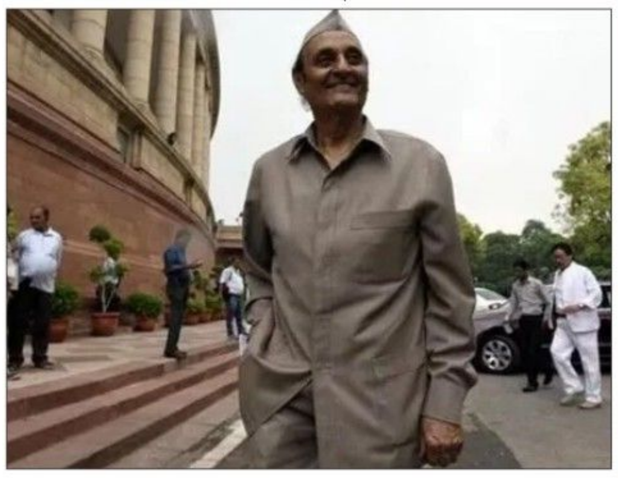

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায় প্রকাশ্যে আসার পরেই বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া আসা শুরু করেছে। কেউ কেউ অবশ্য আবার নতুন করে আন্দোলনের কথাও বলেছেন। এর মধ্যেই প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেলো জম্মু ও কাশ্মীরের শেষ মহারাজা হরি সিংয়ের পুত্র তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা করণ সিংএর। করণ সিং আজকের এই রায় প্রসঙ্গে বলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষদের একটি অংশ এই রায়ে খুশি হবে না। তাদের প্রতি আমার আন্তরিক পরামর্শ - এবার অবশ্যম্ভাবী বিষয়টিকে মেনে নেওয়া উচিত। তাদের এই সত্যটি মেনে নিতে হবে যে ৩৭০ ধারা বাতিল করা হয়েছে এবং সুপ্রিম কোর্ট এই পদক্ষেপকে বহাল রেখেছে। তিনি বলেন, এবার আর পিছন দিকে না তাকিয়ে সামনে এগোতে হবে। যথার্থ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, সর্বোচ্চ আদালতের মর্যাদাহানি করা উচিত না। তিনি বলেন, আর কোনও কিছুই করার নেই। এখন অকারণে দেয়ালে মাথা ঠুকে লাভ নেই। তাই আমার পরামর্শ, আগামী নির্বাচনের লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে শক্তি সঞ্চয় করুন। জনগণের মধ্যে যেন কোনও ধরনের নেতিবাচকতা মনোভাব তৈরি না করা হয়।' তাঁর প্রতিক্রিয়া, এবার নতুন রাজ্য গঠনের লড়াই। দেশের অখন্ডতা রক্ষার লড়াই।

মোদীর গীতাপাঠের দিনই প্রাথমিকের টেট,

পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে হাইকোর্টে বিজেপি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ২৪ ডিসেম্বর বাংলায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেদিন গীতা জয়ন্তী। সেই উপলক্ষে কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের ডাক দিয়েছে বিজেপি। খোদ প্রধানমন্ত্রী ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে গীতাপাঠে অংশ নেবেন। উল্লেখ্য, ব্রিগেডে বৃহস্পতিবার গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে থাকবেন কেন্দ্র ও রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। থাকবেন আরএসএসের অনেকেই। যদিও বিজেপির দাবি, তারা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেনি। অখিল ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতি পরিষদের তরফে ১ লক্ষ মানুষের কণ্ঠে গীতাপাঠের ডাক দেওয়া হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তবে তিনি উপস্থিত থাকবেন কিনা তা জানা যায়নি।কিন্তু ওই একই দিনে রয়েছে প্রাথমিকের চাকরির জন্য টেট পরীক্ষা। প্রধানমন্ত্রী এলে যানজটের জন্য সমস্যায় পড়তে পারেন পরীক্ষার্থীরা, এমন দাবিতে টেট পরীক্ষা বাতিলের আর্জি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল বিজেপি।

এর আগে ১০ ডিসেম্বর সরকার প্রাথমিক টেট পরীক্ষার দিন ঘোষণা করেছিল। কিন্তু পরে সেই দিন পিছিয়ে বড়দিনের আগের দিন অর্থাত ২৪ ডিসেম্বর করা হয়। এদিকে ওই একই দিনে ব্রিগেড ময়দানে রয়েছে বিজেপির গীতাপাঠের কর্মসূচি। এতে পরীক্ষার্থী তো বটেই, সাধারণ মানুষও সমস্যায় পড়তে পারেন বলে আশঙ্কা করে ট্রাফিক ব্যবস্থা সহ টেট পরীক্ষার দিন বদলের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। আইনজীবী পার্থ ঘোষ এ ব্যাপারে প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মামলার আবেদন গ্রহণ করেছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। চলতি সপ্তাহেই এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

৩৭০ বাতিল বৈধ - রায় সুপ্রিম কোর্টের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বহু পরীক্ষিত জম্মু কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলকে বৈধ বলে জানালো সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় সাফ জানান, ৩৭০ অনুচ্ছেদ সাময়িক ব্যবস্থা ছিল। এ দিন শীর্ষ আদালতের তরফে বলা হয়, জম্মু কাশ্মীর ভারতের অভিন্ন অঙ্গ। জম্মু-কাশ্মীরের যুদ্ধ পরিস্থিতির উপরে নজর রেখেই অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা হিসাবে ৩৭০ অনুচ্ছেদ গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রধান বিচারপতির এই রায়ের পক্ষে সম্মতি দেন বিচারপতি গাভাই ও বিচারপতি সূর্য কান্ত। ভিন্ন তবে সমান্তরাল রায় দেন বিচারপতি সঞ্জয় কিষাণ কৌল। আদালত পরিষ্কার জানিয়েও দেয়, জম্মু-কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থাকবে লাদাখ। স্বাভাবিক কারণেই ৩৭০ ধারার পক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁরা অনেকটাই হতাশ।

সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট বলেন, যত দ্রুত সম্ভব জম্মু ও কাশ্মীরে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে। জম্মু-কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার নির্বাচন করাতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব রাজ্যের মর্যাদা ফেরাতে হবে, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। জম্মু-কাশ্মীরের গণপরিষদ কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না। রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে গণপরিষদের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়।পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চের রায়ে জানানো হয়, কেন্দ্রের ৩৭০ অনুচ্ছেদ অবলুপ্তির সিদ্ধান্ত বৈধ। ২০১৯ সালে রাষ্ট্রপতি জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারের নির্দেশও বৈধ। এবার দীর্ঘ বিতর্কর অবসান ঘটলো। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মর্যাদা পেলো।

মন্ত্রী জন বার্লার সঙ্গে

বিজেএমসির বৈঠক

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : আজ কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রী জন বার্লার সাথে ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার কীভাবে প্রতিটি রাজ্যে অসংগঠিত সংখ্যালঘু কর্মীদের জন্য সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করতে পারে। আজ উপরোক্ত তথ্য প্রদান করে বিজেএমসির জাতীয় সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি বলেন, বিজেএমসি সারাদেশে সংগঠন সম্প্রসারণ করছে। বৈঠকে সেলের সর্বভারতীয় সম্পাদক নাজির আনসারি, পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক নেতা তাপস ঘোষ এবং সুনীল বণিক উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী ওই নেতাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি শ্রমিক ভাই-

ভারত-ফ্রান্স সাংস্কৃতিক বন্ধনের

এক অনুপম সাক্ষ্য ফ্রান্সের সের্গেই-এ থিরুভাল্লুভারের মূর্তি : প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ভারত-ফ্রান্স সাংস্কৃতিক বন্ধনের এক অনুপম সাক্ষ্য ফ্রান্সের সের্গেই-এ থিরুভাল্লুভারের মূর্তি। ফ্রান্সের অন্যতম নগর সের্গেই-এর মেয়র জাঁ পল জাঁদন এই মূর্তি উদ্বোধনের বেশ কয়েকটি ছবি এক্স হ্যান্ডেলে তুলে ধরেছেন। জাঁ পল জাঁদন-এর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন;

"ফ্রান্সের সের্গেই-এর থিরুভাল্লুভারের মূর্তি আমাদের পারস্পরিক সাংস্কৃতিক বন্ধনের এক অনুপম সাক্ষ্য। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক জাজ্বল্যমান প্রতীক হলেন থিরুভাল্লুভার। তাঁর লেখা বিশ্ব জুড়ে শত সহস্র মানুষকে অণুপ্রাণিত করেছে।"

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

দিল্লিতে বৈঠক ইডির 'ক্ষুব্ধ' কর্তাদের,

এসএসকে এম-এর বিরুদ্ধেই কড়া পদক্ষেপের ভাবনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কালীঘাটের 'কাকু'র কণ্ঠস্বরের নমুনাতেই লুকিয়ে রয়েছে এরাজ্যের একাধিক 'প্রভাবশালী' মানুষের দুর্নীতির খতিয়ান। এমনটাই দাবি করে আসছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি । তবে মাসের পর মাস চেষ্টা করেও সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নাগাল পায়নি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এই সংস্থাটি।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে একটি কল রেকর্ডিং হাতে পেয়েছে ইডি। রেকর্ডিং-র এই কণ্ঠটি সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের বলে জানিয়েছেন ইডি। এবং তা প্রমাণ করার জন্য কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা প্রয়োজন। 'সাউন্ডপ্রুফ' ঘরে এই নমুনা সংগ্রহ করতে হয়, তাই সুজয়কে রাজ্য ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাওয়ার কথা ইডির। আদালতের তরফ থেকে সেই আবেদন মঞ্জুরও হয়ে গেছে। এদিকে অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে প্রায় পাঁচ মাস ধরে এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে নড়ছেননা সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র।

ইডির দাবি, গত একমাসে একবার হলেও তদন্তের স্বার্থে ইডির হাতে তুলে দিতে পারতো এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ। গত শুক্রবারও দিনভর বৈঠকের পরেও ইএসআই হসপিটালে স্থানান্তরিত করার অনুমতি দেয়নি এসএসকেএম। এক আধিকারিক জানিয়েছেন 'এসএসকেএম হাসপাতালের চিকিতসক ও প্রশাসনিক কর্তাদের একাংশের এ হেন আচরণের প্রেক্ষিতে কী ধরনের আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সেই বিষয়েও আইনজীবীদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে।'আর এবার নাকি তারা একপ্রকার বাধ্য হয়েই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার কথা ভাবনাচিন্তা করছে।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি জানিয়েছে, যতবারই সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করা হয়েছে ততবারই অসুস্থতার দোহাই দিয়ে তা বাতিল করেছে এসএসকেএম । শেষে আর উপায় না দেখে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল ইডি। নিম্ন আদালতের নির্দেশেই কালীঘাটের কাকুকে জোকা ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে ইডি।

শুক্রবার সকালে সেইমত অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে হাজির হতেই জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতেই সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের অবস্থা বাড়াবাড়ি হওয়ায় তাকে তড়িঘড়ি ইএসআই হসপিটালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। শুক্রবার সারাদিন চেষ্টা করেও সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের নাগাল পায়নি তদন্তকারী সংস্থাটি। আর তাই এবার তিতিবিরক্ত হয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে দিল্লিতে বৈঠকে বসলেন ইডি কর্তারা।

এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে গলার স্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে দিচ্ছেন না। আবার অন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলেও নানা আইনি সমস্যা তুলে বাধা দিচ্ছেন। জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। পুরো বিষয়টি আদালতকে জানানো হবে।' সেই সাথে কাকুর শারিরীক পরীক্ষা নিরীক্ষার সব রিপোর্ট দিল্লির চিকিৎসকদেরও দেখানো হচ্ছে বলে খবর।

মহুয়া গেলেন সুপ্রিম কোর্টে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অর্থের বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন করা, এই নিয়ে বিজেপি সাংসদের অভিযোগ, এথিক্স কমিটির সুপারিশ, লোকসভা থেকে মহুয়া বহিস্কার - এই সমস্ত খবর এখন পুরোনো। এই মুহূর্তে টাটকা খবর হলো বহিস্কার নিয়ে আজ মহুয়া অভিযোগ জানালো সুপ্রিম কোর্টে। লোকসভা থেকে বহিষ্কৃত করার দু-দিন পর, বলা ভাল প্রথম কাজের দিনই, সোমবার সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court) দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। কোনও প্রমাণ ছাড়াই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে অভিযোগ তুলে লোকসভার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করেছেন তিনি। আদালত সূত্রে খবর, লোকসভার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এদিন সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রাথমিকভাবে মামলা দায়ের করেছেন মহুয়া মৈত্র। শীঘ্রই এই মামলার শুনানি হতে পারে বলে সূত্রের খবর। লোকসভায় আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলতে না দিয়ে যেভাবে একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তীব্র নিন্দা জানান মহুয়া। আত্মপক্ষ ব্যাখ্যার সুযোগ না পাওয়ায় কংগ্রেস ও বামেরা এথিক্স কমিটির নিন্দা করে।

এই প্রসঙ্গে আগেই খবরে প্রকাশ যে, দর্শন হীরানন্দানির থেকে টাকা ও বিলাসবহুল সামগ্রীর বিনিময়ে মহুয়া মৈত্র লোকসভায় প্রশ্ন তুলেছেন। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে মহুয়ার বিরুদ্ধে এই অভিযোগে সরব হন। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মহুয়া। তারপর ঘটনাটি খতিয়ে তদন্তভার নেয় লোকসভার এথিক্স কমিটি। তারপর মহুয়াকে জেরা করে ৫০০ পাতার একটি রিপোর্ট দেয় এথিক্স কমিটি। সেই রিপোর্টে মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজের সুপারিশ দেওয়া হয়। এখন দেখার সুপ্রিম কোর্ট কোন পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করেন।

১-ম পাতার পর

ফের সক্রিয় কয়লা কেলেঙ্কারি, ভিডিও পোস্ট করে বিস্ফোরক শুভেন্দু

কয়লা ব্যবসা করেন, কী বলছেন শুনুন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য বৈধ যানবাহনকে অবৈধভাবে চাপ দিয়ে রাজ্যের চেক পোস্টগুলি থেকে পিসি-ভাইপো প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ কোটি টাকা আদায় করে। একই সঙ্গে অবৈধ কয়লাবাহী ট্রাকের জন্য লাল কার্পেট বিছানো হয়। নতুন দিন, নতুন চিন্তা কীভাবে লুটপাট করা যায় এবং রাজ্যের অর্থনীতিকে পিছিয়ে দেওয়া যায়!"

ব্যবসায়ীর অভিযোগ, বিহারের প্রমোধ যাদব নামের ব্যবসায়ীর অভিযোগ, বসিরহাট চেকপোস্টে মার্গেরিটার হাজার হাজার অবৈধ কয়লার লরি ছেড়ে দিয়ে বৈধ লরি থেকে জিএসটির নামে ৮০০০০ থেকে ১৫০০০০ টাকা পর্যন্ত দাবি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। যাদবের প্রশ্ন, মার্গেরিটার জিএসটি দেওয়ার পর আবার পশ্চিমবঙ্গে কেন জিএসটি দিতে হবে। এছাড়াও প্রশ্ন ছুড়ে তিনি বলেন, প্রতিদিন হাজার হাজার অবৈধ লরি আসাম, পশ্চিমবঙ্গ পার হয়ে যাচ্ছে সেগুলিকে আটকানো হচ্ছে না কেন। দু রাজ্যের সরকার ও পুলিশকে যাদব বলেন, অবৈধ কয়লার লরি আটকানোর কি তাদের সাহস নেই?

এরপরই প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে ব্যবসায়ী বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড মার্গেরিটার থেকে ই নিলামে ব্যবসা করছি। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তিনি সিবিআই তদন্তের দাবি জানান।

১-ম পাতার পর

বঙ্গে গীতাপাঠ ঘিরে চড়ছে রাজনীতির পারদ, ব্রিগেডে আয়োজন ঘিরে এখন সাজো সাজো রব

তুঙ্গে। ২৪ ডিসেম্বর কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে 'লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠে'র আয়োজন করতে চলেছে একটি ধর্মীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ। ওই কর্মসূচিতে থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার আগে এদিন শ্রীরামপুরে মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরের ট্রাস্টের তরফে দু'হাজার কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করা হয়। এখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরাও। এতেই শুরু হয়ে যায় রাজনৈতিক চাপানউতোর। শাসক শিবির তৃণমূল নেতৃত্ব বলছে, "এটা ওদের ন্যারো ইন্টারপ্রিটেশন। এটা তো নতুন করে করেনি। তিন-চার মাস আগে থেকেই প্রস্তুতি চলছিল।

১-ম পাতার পর

সবুজ সাথী' থেকে 'মোবাইল ফোন'! পড়ুয়াদের জন্য বড় ঘোষণা

আজ সফরের ষষ্ঠ দিনে জলপাইগুড়িতে স্বাস্থ্য স্বাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে একাধিক বড় ঘোষণার পাশাপাশি একগুচ্ছ জনদরদী সিদ্ধান্তের কথা ডুয়ার্সের মানুষকে শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী। পড়ুয়াদের জন্য বড় ঘোষণা মমতার। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সবুজ সাথী সাইকেল করে দেবে সরকার।" পাশাপাশি দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের জন্য এই মাসেই সব ফোন দিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মমতা।

মমতা তাঁর ঘোষণায় আজ বলেন, "জল্পেশ শিব মন্দির এর উন্নয়ন এর জন্য আমরা ৫ কোটি টাকা দিয়েছি। ২০২৪ এর আগে সবার বাড়িতে জল পৌঁছে যাবে। এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি। আমি মুখ্য সচিবকে বানারহাটে একটা দমকল কেন্দ্র করে দিতে বলেছি।" শুধু তাই নয়, বানারহাটে একটা ৩০ শয্যার হাসপাতাল করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন মমতা। একইসঙ্গে তিনি বলেন, "আজ ৬ হাজারের উপর পাট্টা দেওয়া হল। ১ মাসের মধ্যেই ১৩ হাজার পাট্টা দেওয়া হচ্ছে। যে চা বাগানগুলি বন্ধ আছে তাদের শ্রমিকদের ১৫০০ টাকা করে দেব এই মাস থেকেই। একইসঙ্গে মমতা বলেন, "কেউ যদি হোম স্টে বানাতে চান, বানিয়ে নিন। কেউ যদি টয়লেট বানাতে চান বানিয়ে নিন।"

৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল নিয়ে
সুপ্রিম কোর্টের রায় ঐতিহাসিক : প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ১১ ডিসেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে, ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় ঐতিহাসিক এবং সাংবিধানিকভাবেই ২০১৯-এর ৫ আগস্ট ভারতের সংসদে গৃহীত সিদ্ধান্তকে বহাল রেখেছে।

শ্রী মোদী আরও বলেছেন যে, ন্যায়ালয় তার গভীর প্রজ্ঞায় ঐক্যের মূল নির্যাসটুকুকে শক্তিশালী করেছে, যাকে আমরা ভারতীয়রা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি এবং প্রিয় মনে করি। প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন;

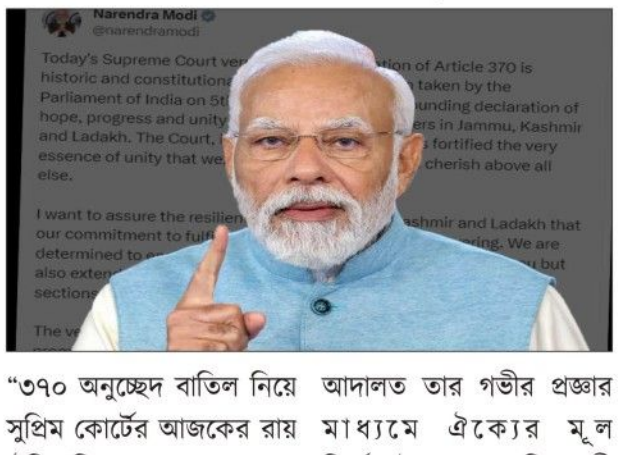

"৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আজকের রায় ঐতিহাসিক এবং ২০১৯-এর ৫ আগস্ট ভারতের সংসদে গৃহীত সিদ্ধান্তকে সাংবিধানিকভাবেই মান্যতা দিয়েছে; এটি জম্মু, কাশ্মীর এবং লাদাখে আমাদের ভগ্নী ও ভ্রাতাদের জন্য আশা, অগ্রগতি ও ঐক্যের সরব ঘোষণা। আদালত তার গভীর প্রজ্ঞার মাধ্যমে ঐক্যের মূল নির্যাসটুকুকে শক্তিশালী করেছে, যাকে আমরা ভারতীয়রা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি এবং প্রিয় মনে করি।

আমি জম্মু, কাশ্মীর এবং লাদাখে সহনশীল মানুষকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আপনাদের স্বপ্ন পূরণ করার লক্ষ্যে আমাদের দায়বদ্ধতা অবিচল থাকবে। আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে অগ্রগতির ফল শুধু আপনাদের কাছেই পৌঁছবে না, তা নিশ্চিতভাবে পৌঁছবে আমাদের সমাজের সবচেয়ে বঞ্চিত এবং প্রান্তিক শ্রেণীর কাছেও যারা ৩৭০ অনুচ্ছেদের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

আজকের রায় শুধুমাত্র একটি আইনী রায় নয়; এটি আশার আলো, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একটি প্রতিশ্রুতি এবং শক্তিশালী, আরও ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়তে আমাদের সম্মিলিত সংকল্পের একটি প্রমাণ।

দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের সামনে পরীক্ষার দিন ঘোষিত

নতুন দিল্লি, ১১ ডিসেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে 'বিকশিত ভারত @২০৪৭ : ভয়েস অফ ইউথ'-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছেন। দেশ জুড়ে সব রাজভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং কর্মশালার সব সদস্যবৃন্দের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারতের উন্নয়নকল্পে আজকের এই কর্মশালা আয়োজনের জন্য সব রাজ্যপালদের সবিশেষ ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সংকল্প পূরণে লক্ষ্য আজ জরুরী। বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্যপূরণে দেশের যুব শক্তিকে সঠিক পথে চালিত করার দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত, সেই সব অংশীদারদের একত্রিত করার জন্য এগিয়ে আসায় তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব বিকাশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষের বিকাশের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের বিকাশলাভ সম্ভব। ভয়েস অফ ইউথ কর্মশালায় সাফল্যের প্রতি শুভ কামনা ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বর্তমান সময়কালে ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রতি আলোকপাত করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেকোনো রাষ্ট্রের জীবনে ইতিহাস সময়কালকে নির্দিষ্ট করে দেয়, যখন উন্নয়নের যাত্রাপথে দেশ পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। "ভারতের কাছে এই অমৃতকাল এখন এক অগ্রবর্তী যাত্রা। এটা ভারতের ইতিহাসের এমন এক পর্ব যখন দেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে।" তিনি ভারতের নিকটবর্তী বেশ কয়েকটি দেশের উদাহরণ দিয়ে বলেন, সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উন্নয়নের লক্ষ্যকে কয়েকগুণ এগিয়ে গিয়ে তারা উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, "ভারতের জন্য এটাই সময়, যথার্থ সময়। (এহি সময় হ্যায়, সহি সময় হ্যায়)।" তিনি বলেন, অমৃতকালের প্রতিটি মুহূর্তকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার উজ্জ্বল সংগ্রাম আমাদের অণুপ্রেরণার অঙ্গ। তিনি বলেন, সত্যাগ্রহ, বিপ্লবী পথ, অসহযোগিতা, স্বদেশী, সামাজিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারের মতন ওই সময়ের প্রত্যেকটি প্রয়াসই স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। ওই সময়কালে কাশী, লক্ষৌ, বিশ্বভারতী, গুজরাট বিদ্যাপীঠ, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আন্নামালাই, অন্ধ্র এবং কেরল বিশ্ববিদ্যালয় জাতির চেতনাকে জাগ্রত রূপ দিয়েছিল। সমগ্র তরুণ প্রজন্ম দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে ছিল নিবেদিত। তাদের যাবতীয় কর্মপ্রয়াসের একটিই লক্ষ্য ছিল যা হল দেশের স্বাধীনতা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি ব্যক্তির লক্ষ্য ও সংকল্পকে হতে হবে এক সূত্রে গাঁথা। তা হল উন্নত ভারত। আমাদের লক্ষ্য ও সংকল্পকে এক সূত্রে বাঁধতে হবে, উন্নত ভারতের জন্য।" প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, শিক্ষক সম্প্রদায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দ্রুত উন্নত ভারতের লক্ষ্যপূরণের পথ খুঁজতে হবে এবং বিকাশের পথে বিভিন্ন ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করতে হবে। যাতে আমাদের দেশ উন্নত রাষ্ট্র হয়ে উঠতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছাত্র সমাজ এবং প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের যুব সম্প্রদায়ের শক্তিকে বিকশিত ভারতের অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত করতে হবে। ধ্যান ধারণার নানাবিধ বৈচিত্রের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে তিনি বলেন, উন্নত ভারত গড়ে তুলতে সেই সমস্ত চিন্তাভাবনার সন্নিবেশ ঘটাতে হবে। প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেককে অনুরোধ করেন প্রত্যেকেই যেন বিকশিত ভারত @২০৪৭ লক্ষ্য অর্জনে নিজেদের সীমাকে অতিক্রম করতে সক্ষম। দেশের প্রত্যেকটি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে এই প্রচারাভিযানে আরও বেশি করে ছাত্র সমাজকে যুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি। বিকশিত ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত আইডিয়াস পোর্টালের আনুষ্ঠানিক সূচনার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ৫ টি বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে নতুন ধারণা দেওয়ারও প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, "শ্রেষ্ঠ ১০টি ধারণার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাইগভ-এও আপানারা আপনাদের মতামত জানাতে পারেন। "প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আইডিয়া'র শুরু যেমন 'আই'দিয়ে, 'ইন্ডিয়া'র শুরু ও 'আই' দিয়ে, উন্নয়নের সূচনার সূত্রপাত আত্মবিকাশের মধ্যে দিয়েই।" তিনি বলেন, উন্নয়নের ধারণার সঙ্গে সম্বন্ধসূত্রে যুক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ আমি অর্থাৎ আই।

মতামত গ্রহণের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী অমৃত প্রজন্ম গড়ে তোলার কথা বলেন। যার লক্ষ্য হবে জাতীয় স্বার্থের প্রতি অগ্রাধিকার। তিনি প্রথাগত শিক্ষা ও দক্ষতার উর্ধে নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় স্বার্থ এবং নাগরিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বোধ গড়ে তোলার ওপর জোর দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "দেশের নাগরিকরা নিজেদের কর্তব্যপথে ভূমিকা পালন করলেই দেশ এগিয়ে যাবে।" জল সংরক্ষণ, বিদ্যুৎ সাশ্রয়, কৃষি কাজে রাসায়নিকের ব্যবহার কমানো এবং জনপরিবহনের ব্যবহার বৃদ্ধির মধ্যে দিয়েই প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ সম্ভব বলে তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছতা অভিযানে আরো গতি সঞ্চার করতে বিদ্বৎসমাজের কাছে নতুন ধারণা চান। জীবনশৈলীর বিষয়ে এবং মোবাইল ফোনের মধ্যে আটকে না থেকে বিশ্ব জগতের অনুসন্ধানে যুবসম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার ডাক দেন তিনি। ছাত্র সমাজের কাছে রোল মডেল হয়ে ওঠার ওপরে তিনি গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, পরিচালনার ক্ষেত্রে সামাজিক চিন্তার প্রভাব পড়ে এবং তিনি উপস্থিত সকলের কাছে অনুরোধ করেন যাতে ডিগ্রি অর্জনকারীদের প্রত্যেকের কম করে একটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "রাজ্য স্তরে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে মেধাচর্চার এই সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

বিকশিত ভারতের উন্নয়ন পর্বকে পরীক্ষার সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন, এজন্য দরকার আস্থাবোধ, প্রস্তুতি, ছাত্রদের নিষ্ঠাবোধ, পরিবারের প্রতি তাঁদের অবদান, তদুপরি এই লক্ষ্য সম্পাদনে প্রয়োজনীয় নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা। তিনি বলেন, দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের সামনে পরীক্ষার দিন ঘোষিত হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, অমৃতকালের ২৫ বছর এখন আমাদের সামনে। দিনে ২৪ ঘন্টা আমাদের কাজ করে যেতে হবে। একটি পরিবার হিসেবে এই পরিবেশ আমাদের গড়ে তুলতে হবে।

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠই যুবসম্প্রদায় জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী ২০-৩০ বছরের মধ্যে কর্মক্ষম জনসংখ্যার ক্ষেত্রে ভারত নেতৃত্বের জায়গা নেবে এবং সমগ্র বিশ্ব সেব্যাপারে সহমত। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "যুব শক্তি পরিবর্তনের ধারক ও পরিবর্তনের সুবিধাভোগী।" তিনি বলেন, আজকের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ সম্প্রদায়ের জীবনে আগামী ২৫ বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই তরুণেরাই ভবিষ্যতের নব সমাজ এবং সব পরিবার গড়ে তুলবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নত ভারত কেমন হবে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে তাদের। প্রধানমন্ত্রী এই মনোভাব জানিয়ে বলেন, উন্নত ভারতের কর্মপরিকল্পনায় সরকার দেশের প্রত্যেকটি তরুণকে যুক্ত করতে চায়। উন্নত ভারত গড়ে তোলার নীতি কৌশল নির্ধারণে তরুণের কণ্ঠকে রূপ দিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তরুণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সর্বাত্মক যোগযোগ রক্ষার আহ্বান জানান তিনি। ভাষণ শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "উন্নয়নের পথের নকশা সরকার একা তৈরি করবে না, রাষ্ট্রকে তা করতে হবে। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সুনির্দিষ্ট অবদান থাকতে হবে তাতে।" শ্রী মোদী বলেন, সবকা প্রয়াস মন্ত্রের মধ্যে দিয়েই বৃহত্তর সংকল্প সম্পাদন করা সম্ভব। অর্থাৎ যা জন অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়েই সম্ভব। তিনি স্বচ্ছ ভারত অভিযান, ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রচার অভিযান, করোনা অতিমারীর সময়কালে সহিষ্ণুতা এবং ভোকাল ফর লোকাল প্রভৃতি উদ্যোগকে সবকা প্রয়াসের শক্তির দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলে উল্লেখ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সবকা প্রয়াসের মধ্যে দিয়েই বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে হবে।" শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত পণ্ডিত মানুষদের কাছে দেশের প্রত্যাশা অসীম, কেননা তারাই দেশের উন্নয়নকে দিশা দিতে পারেন এবং তরুণের শক্তিকে সেই লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী ভাষণ শেষে বলেন, "এই মহৎ প্রচারাভিযান দেশের ভবিষ্যৎ রচনা করবে।" তিনি বলেন, বিকশিত ভারতকে উজ্জ্বল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে সকলের মতামত জরুরী।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিত্যিক
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩৩৬ সংখ্যা ১২ ডিসেম্বর, ২০২৩ মঙ্গলবার ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

শস্যবিমা প্রসঙ্গে আশ্বাস মমতার, পাল্টা বিজেপির

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যাঁদের ফসলের ক্ষতি হয়েছে, তাঁদের শস্যবিমার টাকা রাজ্য সরকার দ্রুত মিটিয়ে দেবে বলে ফের আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'দুয়ারে সরকার' শিবিরের মাধ্যমে ফসলের ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করা যাবে বলে তিনি জানিয়েছেন। দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে সাম্প্রতিক ঘূর্ণাবর্তের জেরে এ রাজ্যেও অসময়ের বৃষ্টি হয়েছে।প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী দেখা করতে চাইতেই পারেন বলে উল্লেখ করেও বিজেপির সুকান্তের পাল্টা বক্তব্য, "মামার বাড়ির আবদার নাকি! আপনার বাড়ি (থেকে) কেউ যদি টাকা নিয়ে যান বাজার করার জন্য, আর তিনি যদি বলেন হাজার টাকা খরচা হয়েছে তা হলে কি আপনি মানবেন? সে রকম, কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা নিলে তার হিসেব দিতে হবে।" বিজেপির রাজ্য সভাপতির আরও মন্তব্য, "আর গদি ছাড়ো মানে কী? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি গদিতে বসিয়েছেন?"দুর্যোগের পূর্বাভাস থাকা সত্ত্বেও রাজ্য প্রশাসন পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেয়নি বলে সরব হয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, তাঁর সরকার কৃষকদের পাশেই আছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের অবশ্য দাবি, লোকসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী মানুষকে 'বোকা বানানোর চেষ্টা' করছেন।আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক সভায় রবিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বলেছেন, "বৃষ্টিতে যাঁদের ফসলের ক্ষতি হয়েছে, সেই কৃষক বন্ধুদের বলছি, শস্যবিমার টাকা সরকার এখন নিজে দেয়। তাই আপনাদের যাঁদের শস্যবিমা রয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই টাকা পাবেন। আগামী ১৫ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা 'দুয়ারে সরকারে' (শিবির) দরখাস্ত করবেন। এবং আমরা ১ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে যতটা পারব চেষ্টা করব অধিকাংশটাই ছেড়ে দিতে।" তাঁর আরও ঘোষণা, আগামী ১২ ডিসেম্বর এক কোটি ২০ লক্ষ চাষি 'কৃষকবন্ধু'র টাকা ডাইরেক্ট বেনিফিট স্কিমে পাবেন। আলিপুরদুয়ারে ৯০ হাজার কৃষকের খরিফ মরসুমের টাকা সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। মঞ্চে উপস্থিত আধিকারিকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, "বিশেষ শিবির করে ওঁদেরটা দেখতে হবে।"চাষিদের টাকা দেওয়া প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, তা নিয়ে নদিয়ার ধুবুলিয়ায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত পাল্টা বলেছেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটের আগে মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছেন। সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তো নরেন্দ্র মোদী টাকা দেন। চাষিরা তাঁর ফসলের দাম পাচ্ছেন? বহু জায়গায় ফসল নিয়ে যাওয়ার পরে মিল মালিকেরা কিনতে আসছেন না।" শুভেন্দুর সুরেই তাঁর ফের অভিযোগ, "কুইন্টাল প্রতি যেখানে দু'কেজি করে ধান বাদ দেওয়ার কথা, দেখা যাচ্ছে, কোথাও পাঁচ কেজি, কোথাও ১০ কেজি পর্যন্ত বাদ দেওয়া হচ্ছে। সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় কী করছেন? কৃষিমন্ত্রী কোথায়?"কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগেও ফের সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, "১০০ দিনের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না। 'বাংলার বাড়ি' তৈরির টাকা দেওয়াও ওরা বন্ধ করে দিয়েছে। এটা ওদের টাকা নয়। জিএসটি-র মধ্য দিয়ে সব কর কেন্দ্র তুলে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ ১০০ দিনের কাজ, রাস্তা তৈরির টাকা দিচ্ছে না। আমাদের অংশটাও দিচ্ছে না, যেটা এখান থেকে ওরা নিয়ে যাচ্ছে।" আগামী ১৮ থেকে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দেখা করার সময় চেয়েছেন, সে কথা এ দিন ফের জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, "আমরা চাই, গরিব মানুষের টাকা দাও। হয় টাকা দিন, না হলে গদি ছাড়ুন। হয় টাকা দিন, না হলে বিদায় নিন। আমার সঙ্গে কয়েক জন সাংসদও যাবেন (দিল্লি)। এক লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা আমাদের পাওনা রয়েছে কেন্দ্রের কাছ থেকে।"

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

খুন হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ পরিবারের

(পঞ্চদশ পর্ব)

এই পরিবারের নামে মিথ্যা মামলা করে হয়রান করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতা ও মাতা কে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করানোর পরিকল্পনা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সে কথাও দু'চারটে লোকাল সাংবাদিকদের মুখে মুখে প্রকাশ পায়। সম্পাদকের কণ্ঠ রোধ করাতেই উঠে পড়ে লেগেছে রাজনৈতিক নেতারা, তাই যখনই নির্বাচন আসে তখনই এই সরদার পরিবারের উপর কোনো না কোনো ঘটনা অত্যাচার অবিচার অনাচার নামিয়ে দেয়। সুযোগ পেলেই মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যেকোনোভাবেই মেরে দেবে সে পরিকল্পনা চলতেই থাকে প্রতিনিয়ত। পুকুরে বিষ ফিসারি বিষ নানান রকম

স্তরের কিছু নেতারা বাড়িতে এসে নিউজ সারাদিন সম্পাদকের পরিবারকে বারবার বলছে পার্টি যদি যাও তাহলে এসব ঘটনা আর ঘটবে না কোনদিন। তাহলে ভারতবর্ষে চতুর্থ নম্বর স্তম্ভের মর্যাদা কি রাজনৈতিক নেতাদের হাতে তার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উদাহরণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে দেখে স্পষ্ট হয়ে যায় জনসাধারণের কাছে। তা না হলে বারবার নিরাপত্তার আর্জি জানিও প্রশাসন এই পরিবারের নিরাপত্তা দেয় না। কেনই বা

ক্রমশঃ

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

গৌড়ীয় মঠ সং, অমৃতপ্রবাহভাষ্য, মধ্য ৭/১১৩)। এই কিংবদন্তীর তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, জগন্নাথক্ষেত্রে রামানুজ ধর্ম প্রচার করতে এলে তাঁর সঙ্গে বিরোধ বেধেছিল জগন্নাথসেবকদের সঙ্গে। 'টেনে ফেলে দেওয়া' কথাটির মধ্যে সেই বিরোধ ও বর্জনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।ওড়িশা বাসিদের উপর রামানুজের তুলনায় চৈতন্যের প্রভাব ছিল নিঃসন্দেহে অনেক বেশি।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণনের অবতার যুগে যুগে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

মানব জীবন অনেকটা নিষ্ক্রিয় বস্তির বস্তুর মতন,পৃথিবীতে এই আছি আর এই নেই খেলার মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে পাপ-পুণ্যের বিচার। সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের সৎ নিষ্ঠা ও নির্ভীক মানুষের ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়েছিলেন। বরাবরই প্রাচ্য যুগের ইতিহাসে থেকে মধ্যযুগ এবং বর্তমান যুগের ইতিহাস পর্যন্ত ভগবানের লীলাখেলা কথা কিছুটা বিভিন্ন চরিত্রে ঠাঁই পেয়েছে।বর্তমান কলি যুগে দাঁড়িয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করাটা অত্যন্ত কঠিন কাজ, ভগবানকে এযুগের মান্যতা দেয় না।তবে পাপীতাপী মানুষগুলো পাপ করার পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কে ডেকে পাপ ক্ষয় করার খেলায় ভক্তির দিয়ে শ্রদ্ধা যাপন করে।অন্যায় কাজে লিপ্ত মানুষগুলো ভয়ে ভক্তি আছে ভগবানের প্রতি এযুগের। কলিযুগের রীতি-রেওয়াজ পাল্টে গেছে কখন কি যে আমাদের দেখতে হচ্ছে সেটা অস্বীকার করার কোনো বিশেষ ক্ষেত্র বলে মনে করছি না। সত্যি প্রতিষ্ঠা করে ,সত্যের প্রতীক হয়ে ভগবানকে ডাকছে তাদের উপর অবিচার চলছে যুগে। আর সে কারণেই কলিযুগে দেখতে হচ্ছে মিথ্যা র আকুতি। ভাদ্র মাসে প্রতিবছরে নিয়মিত কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালিত হয়, এই কলিযুগে এবছরেই শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালিত হলো। পৃথিবীতে সত্যি অচলের পথে নেমেছে যে আমাদের মত মানুষের পাপ পুণ্যের বিচার করছে ভগবান। তাই জন্য কি করো না ভাইরাসে সারা পৃথিবী আজ ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছে। সবি ঈশ্বর জানে কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুগে এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয় ,বর্তমান যুগতো কলি তাই।তবে কলিযুগের অবতার শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের কথা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে, আজ আমি আমার কলমে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

বর্তমানে জন্মাষ্টমী বা কৃষ্ণজন্মাষ্টমী একটি হিন্দু উৎসব। এটি বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের জন্মদিন হিসেবে পালিত হয়। এর অপর নাম কৃষ্ণাষ্টমী, গোকুলাষ্টমী, অষ্টমী রোহিণী, শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী ইত্যাদি। হিন্দু পঞ্জিকা মতে, সৌর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে যখন রোহিণী নক্ষত্রের প্রাধান্য হয়, তখন জন্মাষ্টমী পালিত হয়। উৎসবটি গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে, প্রতি বছর মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোনো এক সময়ে পড়ে।আর যাইহোক এসব কথা লিখতে বসে ভগবান উপলব্ধি করেছিল স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কথা না বললে আজ এই লেখাটির অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন - অজ্ঞের হৃদয়ে অন্ধ বিশ্বাসের সৃষ্টি করে সম্প্রদায় সৃষ্টি, দলগঠন এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্যক্তি বিশেষকে অবতার বলে প্রচার করে হরেক রকম আজগুবি ঘটনার সৃষ্টি এবং ধর্ম নিয়ে ব্যবসা ও বাণিজ্য চলছে। ব্যাপক আকাশকে যেমন হাতের মুঠোয় আনা যায় না যা কল্পনা করা যায় মাত্র তেমনি সর্বব্যাপক ভগবানকে তাঁর বিশালত্ব ত্যাগ করে নারীর গর্ভাশয়ে রজবীর্যসহ জন্ম নেন এ কল্পনা পাগলের প্রলাপ মাত্র।

অবতার ও ঈশ্বর।স্বামী বিবেকানন্দর এই কথাগুলো আজ হয়তো আমরা অনেকেই উপলব্ধি করতে পারছি ,অনেকে পারছি না। তবে ভগবানের লীলাখেলার ইতিহাস আজও বহন করে চলেছে সারা ভারতবর্ষের মাটিতে। সেই কারণেই জন্মাষ্টমী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রাচীন ধর্মীয় উৎসব। এক সময় ঢাকাবাসী এ জন্মাষ্টমী উৎসব অথবা জন্মাষ্টমীর মিছিলের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। বর্তমানে এর ছোঁয়া থাকলেও আগের সেই জৌলুস আর নেই। জন্মাষ্টমী এ অঞ্চলের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী উৎসব ছিল, যে উৎসবে অংশগ্রহণ করতেন স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন। শুধু তাই নয়, এক সময় ঢাকা শহরে জন্মাষ্টমীর যে মিছিল বের হতো তা সারা উপমহাদেশে বিখ্যাত ছিল। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন এ দিনে শুধু উপাবাসে সপ্ত জন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। আর তাই এ দিনটিতে তারা উপবাস করে লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে থাকে।তবে আমরা অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম লীলা ইতিহাস অজানা থেকে গেছে।নেই নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিল তার ইতিকথা আমার কলমে পরিবেশন করছে।কংস এবং দেবকী ভোজবংশীয়। কংসের পিতা উগ্রসেন যাদবদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। উগ্রসেনের ভাই দেবকের কন্যা দেবকী। যদুবংশীয় রাজা শূরসেনের পুত্র বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করে মথুরার উদ্দেশে রওনা হলেন। কংস ভগিনীকে খুশি করার জন্য নিজেই সেই সুবর্ণমণ্ডিত রথের সারথি হলেন। পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় বসুদেব ও দেবকীর সম্মানার্থে শঙ্খ, তূর্য, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি ইত্যাদি মঙ্গলবাদ্য বাজতে লাগল। কিন্তু তাতে হঠাৎ ছন্দপতন ঘটল। এমন সময় দৈববাণী হল, 'রে অবোধ যাহাকে তুমি রথে করিয়া পতিগৃহে লইয়া যাইতেছ, সেই দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান তোমার প্রাণনাশ করিবে।' এরকম ভীতিপ্রদ এক

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

'অ্যানিম্যালে' অভিনয় করে যত পারিশ্রমিক পেলেন রণবীর, ববি ও রাশ্মিকা

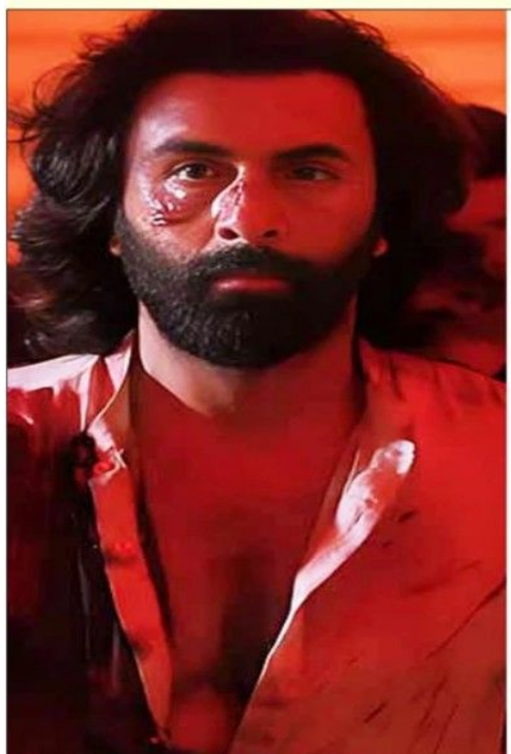

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে 'অ্যানিম্যাল'। সন্দীপ রেড্ডি বঙ্গা পরিচালিত এই ছবি নিয়ে শুরু থেকেই দর্শকদের উন্মাদনা তুঙ্গে ছিল। তার ওপর ছবিতে মুখ্য চরিত্রে রণবীর কাপুর। সঙ্গে রয়েছেন ববি দেওল, অনীল কাপুর এবং রাশ্মিকা মান্দানা।

এই সিনেমায় অভিনয় করে প্রশংসিত হচ্ছেন রণবীর। সূত্রের দাবি এই সিনেমার জন্য রণবীর ৩০ থেকে ৪০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন। এছাড়াও সিনেমাটির মুনাফা থেকেও একটা নির্দিষ্ট অংশ পাবেন রণবীর।

ববি দেওল 'অ্যানিম্যাল' ছবিতে খুব কম সময়ের জন্য রয়েছেন ববি দেওল। কিন্তু স্বল্প সময়েই তার অভিনয় দর্শকদের নজর কেড়েছে। শোনা যাচ্ছে, 'অ্যানিম্যাল'-ছবিতে ববির পারিশ্রমিক ৪ থেকে ৫ কোটি টাকার মধ্যে।

রশ্মিকা মন্দানা এর আগে হিন্দি ছবিতে অভিনয় করলেও দক্ষিণী অভিনেত্রী রাশ্মিকা মন্দানার কাঙ্ক্ষিত বলিউড ডেব্যু নিঃসন্দেহে 'অ্যানিম্যাল'। এই সিনেমায় অভিনয়ের জন্য তিনি ৪ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন বলে খবর।

'সিনেমার ইতিহাসে হয়তো এটাই প্রথম'

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত জুটি মানেই বক্স অফিস বাম্পার। বলা হয়- উত্তম-সুচিত্রা জুটির পরই বাংলা সিনেমার দর্শকদের মনে তাঁদের স্থান। এবার টলিউডের দুই তারকা তাদের ৫০ তম ছবিতে জুটি বাঁধছেন। এই ম্যাজিক তৈরি করলেন টলিউডের জনপ্রিয় পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। ছবির নাম 'অযোগ্য'। প্রকাশ্যে এল এই ছবিরই প্রথম ঝলক। ছবিটির লোগো পোস্টার শেয়ার করে দুজনেই বলেছেন, সিনেমার ইতিহাসে প্রথমবার দুজন অভিনয়শিল্পী একসঙ্গে তাদের ৫০তম ছবি নিয়ে আসছে।

নব্বই দশকের মাঝামাঝি প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা জুটির সফর শুরু হয়। প্রথম ছবিই ছিল সুপারহিট। তারপর একে একে 'মায়ার বাঁধন', 'বাবা কেন চাকর', 'স্বামীর ঘর', 'মনের মানুষ'-এর মতো সিনেমার দর্শকদের উপহার দিয়েছেন দুজনে। তবে 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবা' সিনেমার মুক্তির পর বহুদিন একসঙ্গে কাজ করেননি ঋতুপর্ণা আর প্রসেনজিৎ। কিন্তু দুজনের জনপ্রিয়তায় বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। তার প্রমাণ ছিল নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'প্রাক্তন'।

নতুন ছবিটি কেমন হতে যাচ্ছে, এ প্রসঙ্গে ঋতুপর্ণা ভারতীয় গণমাধ্যমকে বলেছেন, 'পরিচালকের নিষেধ আছে। ছবির গল্প সম্পর্কে আমি কিছুই বলতে পারব না। তবে এটা বলতে পারি, প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা জুটি আবারও একটা রহস্য নিয়ে আসছে। হাফ সেঞ্চুরি করে ফেললাম। আমি নিশ্চিত দর্শক নিরাশ হবেন না।'

আশ্বস্ত করলেন প্রসেনজিতও। তার ভাষ্য, 'হাফ সেঞ্চুরি বলে কথা। এই ভার বহন করার জন্য একটা সঠিক কাঁধ দরকার ছিল। সেটা অবশ্যই কৌশিক। ৫০তম ছবি অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ক্যারিয়ারে। কথা দিচ্ছি, ভাল লাগবে। অপেক্ষা করে আছি সকলের প্রতিক্রিয়ার।'

২০১৬ সালে মুক্তি পায় 'প্রাক্তন'। আবারও সুপারহিট প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা জুটির অনস্ক্রিন রসায়ন। এই জুটিকে নিয়েই আবার কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় তৈরি করেছিলেন 'দৃষ্টিকোণ'। আলাদা গল্প, আলাদা চরিত্র। কিন্তু প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা জুটির ম্যাজিক ছিল অক্ষুন্ন। তাতে আবার বাড়তি পাওনা ছিল কৌশিকের পরিচালনা।

বন্যায় আটকে ছিলেন ২৪ ঘণ্টা, আমির খান উদ্ধার হলেন যেভাবে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'মিগজাউম'-এর প্রভাবে বিপর্যস্ত দক্ষিণ ভারতের একাধিক রাজ্য। ভারী বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে চেন্নাইয়ের অনেক এলাকা। বৃষ্টির কারণে চেন্নাইয়ে গত সোমবারই পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এ অবস্থায় চেন্নাইয়ে আটকে পড়েন বলিউড অভিনেতা আমির খান। অবশেষে নৌকায় করে উদ্ধার করা হল বলিউড তারকাকে। সাধারণ নাগরিকদের মতো নৌকায় চেপে নিরাপদ স্থানে পৌঁছলেন আমির।

নৌকায় বসা আমির খানের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। আমিরের সঙ্গে একই নৌকায় ছিলেন তামিল তারকা বিষ্ণু বিশালও। তিনিই আমিরের সঙ্গে একাধিক ছবি পোস্ট করেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

বন্যা পরিস্থিতিতে তামিলনাড়ুর সরকারের কাজেরও প্রশংসা করেন তামিল অভিনেতা। বন্যা পরিস্থিতিতে সেখানকার স্থানীয় সরকারের কাজেরও প্রশংসা করেন তামিল অভিনেতা। দিন দুয়েক আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের বাসার ছবি পোস্ট করেছিলেন বিষ্ণু। বাড়ির ছাদে বসে যে ছবি তুলে সমাজমাধ্যমের পোস্ট করেছিলেন তিনি, তাতে দেখা যায়, বাড়ির একটি তলা প্রায় পানির নিচে। বিদ্যুৎ নেই, ছিল না মোবাইলের নেটওয়ার্কও।

জানা গেছে, মুম্বাইয়ের সব কাজ ফেলে চেন্নাইতে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমির খান। আর এর পেছনের কারণ, অভিনেতার মা জিনাত হুসেইনের অসুস্থতা। চেন্নাইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৮৯ বছর বয়সী জিনাত হুসেইন। সে কারণেই মায়ের পাশে থাকতে মাসখানেকের জন্য চেন্নাইতে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমির। হাসপাতালের কাছেই একটি হোটেলে থাকছেন অভিনেতা। এক বছর যাবৎ অভিনয়ের চেয়ে পরিবারকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন আমির খান।

জানিয়েছেন, কাজ থেকে বিরতি নিয়ে কিছুটা সময় মা এবং সন্তানদের সঙ্গে কাটাতে চান তিনি।

'ডাংকি'তে শাহরুখের সাথে অভিনয়, ভিকি কুশাল জানালেন অভিজ্ঞতার কথা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ডাংকি সিনেমায় শাহরুখের সাথে অভিনয় করেছেন ভিকি কুশাল। সেই সিনেমার বিষয়ে কফি উইথ করণে আলোচনা করেছেন কুশাল। জানিয়েছেন শাহরুখের সাথে অভিজ্ঞতার কথা।

রাজকুমার হিরানি পরিচালিত সিনেমাটিতে অভিনয় সম্পর্কে তিনি বলেন, 'শাহরুখ খান আমাকে বলেছেন এটা তোমার বেস্ট পারফর্ম্যান্স। তিনি আরো বলেছেন এই সিনেমায় তুমি ব্যতিক্রম। তার সাথে কাজ করা ছিল দারুণ অভিজ্ঞতার বিষয়।'

ভিকি আরো বলেন, 'এটা ছিল অবিশ্বাস্য। অর্থাৎ তার সাথে কেবল দেখা করাই সব সময় চমৎকার অভিজ্ঞতা। আর তার সাথে অভিনয় ও কাজ করা তো আরো দারুণ ব্যাপার। অনেক কিছু শেখা যায়। ... আমি এবার বুঝতে পেরেছি কেনো কী কারণে এবং কোথায় তিনি বাদশাহ।'

ভিকি কুশাল আরো বলেছেন, এই বয়সেও শাহরুখ খান তার শথভাগ দিয়ে যাচ্ছেন।

টি-টোয়েন্টি

বিশ্বকাপের লোগো উন্মোচন

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের লোগো উন্মোচন করলো আইসিসি। লোগোর নকশায় দুই আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজের পামগাছ ও যুক্তরাষ্ট্রের ডোরা কাটা রঙিন ফিতা রাখা হয়েছে।

ইংরেজিতে টি-২০ লেখাটি একটি ব্যাটের সুইংয়ের রূপান্তরিত করা হয়েছে, যা একটি গতিশীল বলের মধ্যে আবদ্ধ। বলের মধ্যে অন্তর্নিহিত নাটকীয়তা ও ব্যাটের একটি সুইং কীভাবে খেলার গতিপথ পরিবর্তন করে দেয় তা বোঝানো হয়েছে লোগোটির মাধ্যমে।

লোগোটি টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপ নতুন ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিতি পাবে বলে বিশ্বাস করেন সংস্থাটির বিপণন ও যোগাযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ক্লেয়ার ফারলং।

ফারলং বলেছেন, 'আইসিসি ছেলে ও মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুরাগীদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। আমরা আশা করছি নতুন লোগো সেই দৃষ্টি ও শক্তিকে প্রতিফলিত করবে।'

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবে যারা: ওয়েস্ট ইন্ডিজ, যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, ভারত, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, পাপুয়া নিউ গিনি, কানাডা, নেপাল, ওমান, নামিবিয়া, উগান্ডা।

মেসি ২০৩৪ বিশ্বকাপেও খেলুক,

চাওয়া ফিফা সভাপতির

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ জিতে নিজের ফুটবল ক্যারিয়ারে পূর্ণতা দান করেন লিওনেল মেসি। বয়সটা ৩৬ হওয়ায় এখনো নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছেনা আগামী বিশ্বকাপে মেসি থাকবেন কি না! তবে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো চান মেসি '২০৩৪' বিশ্বকাপেও খেলুক। মেসি হলেন ফুটবল বিশ্বের সেরারদের সেরা। অনেক আগেই ফুটবলের প্রায় সবকিছুই অর্জন করেছিলেন লিওনেল মেসি। শুধু আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জেতাটাই বাকি ছিল তার। আর সেটাও পূর্ণ করেছেন ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে। তবে এখনো পুরোদমে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন মেসি।

মেসি আর কত বছর খেলা চালিয়ে যাবেন তা এখনি নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছেনা। তবে আগামী বছরই ৩৭ এ পা দিবেন এই ফুটবল জাদুকর। তাই বয়স দেখে অনুমান করা যায় ফুটবল ক্যারিয়ারটা হয়তো আর দীর্ঘদিন নেই মেসির। তবে তার ভক্ত-সমর্থকেরা আশা করে ২০২৬ বিশ্বকাপও খেলবেন এই ফুটবল জাদুকর।

কিন্তু এক্ষেত্রে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর চাওয়া আরো বেশি। তিনি চান মেসি ২০২৬ বিশ্বকাপসহ আরো দুইটি অর্থাৎ ২০৩০ এবং ২০৩৪ বিশ্বকাপ আসরেও অংশগ্রহণ করুক। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে মেসির পরবর্তী বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আগামী আসর, তার পরের আসর এমনকি ২০৩৪ সালের আসরও। সে (মেসি) যতদিন পর্যন্ত খেলতে চায়!

ফিফা সভাপতি হয়তো বিষয়টি মজার ছলেই বলেছেন। তবে এ বিষয়টি নিয়ে এখনো নিশ্চিত নন খুদ মেসি। তিনি ২০২৬ বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবছেন না। এখন তার প্রধান লক্ষ্য ২০২৪ কোপা আমেরিকায় অংশগ্রহণ করা।

পিএসজি শিবিরে হতাশা;

দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ দোন্নারুম্মা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) গোলরক্ষক জানলুইজি দোন্নারুম্মা দুই ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন। লু আভ্রর ফরোয়ার্ড জশু কাসিমিরকে বাজেভাবে ফাউল করার ঘটনায় এই শাস্তি পেয়েছেন তিনি। ৬ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে শাস্তির বিষয়টি জানিয়েছে লিগ ওয়ান কর্তৃপক্ষ।

ঘটনা গত ৩ ডিসেম্বর। লিগ ওয়ানের ম্যাচে প্রতিপক্ষের মাঠে পিএসজির ২-০ গোলে জয়ের ম্যাচের দশম মিনিটে কাসিমিরকে বাজেভাবে ফাউল করেন দোন্নারুম্মা। তখনই সরাসরি লাল কার্ড দেখেন এই ইতালিয়ান গোলরক্ষক। এবার সব বিবেচনা করে তাকে নিষিদ্ধ করলো কর্তৃপক্ষ।

লিগে পিএসজির পরের দুই ম্যাচে নিস ও লিলের বিপক্ষে। নিষেধাজ্ঞার ফলে এই দুই ম্যাচে খেলতে পারবেন না দোন্নারুম্মা। তবে আগামী বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে তার খেলতে কোনো বাধা নেই।

সবার আগে

ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : কয়দিন আগেই পর্দা নামলো আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপের। এবার মাঠে গড়ানোর অপেক্ষায় আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ। আগামী বছরের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত হবে যুবাদের এই বিশ্বকাপ। টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে প্রথম দল হিসেবে স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)।

২০২৪ সালের জানুয়ারিতে বসবে এই টুর্নামেন্টটি। ১৩ জানুয়ারি শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে মাঠের লড়াই। বিশ্বকাপকে সামনে রেখে বেন ম্যাককিনিকে অধিনায়ক করে ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড। যেখানে তার ডেপুটি হিসেবে থাকছেন লুক বেনকেনস্টাইন। 'বি' গ্রুপ থেকে লড়বে ইংলিশ যুবারা। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা, স্কটল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই আসরে বাংলাদেশ লড়বে 'এ' গ্রুপ থেকে। যেখানে বাকি তিন দল ভারত, আয়ারল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র।

যদিও এবারের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ শ্রীলঙ্কায় হওয়ার কথা ছিল। তবে দেশটির ক্রিকেট বোর্ডে সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডকে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আইসিসি। ফলে শ্রীলঙ্কা থেকে সরিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় নেওয়া হয়েছে আসন্ন যুব বিশ্বকাপ।

ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ স্কোয়াড: বেন ম্যাককিনি (অধিনায়ক), লুক বেনকেনস্টাইন (সহ অধিনায়ক), ফারহান আহমেদ, তাজিম আলী, চার্লি অ্যালিসন, চার্লি বার্নার্ড, জ্যাক কার্নি, জেডন ডেনলি, এডি জ্যাক, ডমিনিক কেলি, সেবাস্টিয়ান মরগান, হেডন মাস্টার্ড, হামজা শেখ, নোয়াহ থাইন, এবং থিও ওয়াইলি।

পিএসএলে কোচিং করাবেন ওয়াটসন

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : পাকিস্তান ক্রিকেট লিগ (পিএসএল) শুরুর পর থেকে কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স দলে অনেক পরিবর্তন এলেও প্রধান কোচের দায়িত্বে এতদিন ছিলেন একজনই। এবার সেখানে এলো নতুন মুখ। দলটির দায়িত্ব দেওয়া হলো সাবেক অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসনকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে বিষয়টি জানায় কোয়েটা। গত আট বছর দলটির কোচের দায়িত্বে থাকা পাকিস্তানের সাবেক কিপার-ব্যাটসম্যান মইন খান এখন টিম ডিরেক্টরের ভূমিকায় থাকবেন।

পিএসএলের প্রথম চার আসরের তিনটিতেই ফাইনালে খেলেছিল কোয়েটা। ২০১৯ সালে হয়েছিল চ্যাম্পিয়ন। সেই দলের অংশ ছিলেন ওয়াটসনও। এর আগের বছর তাকে দলে টানে কোয়েটা। সব মিলিয়ে এই দলের হয়ে তিনি খেলেন তিন মৌসুম এবং ব্যাট হাতে সময়টা দারুণ কাটে তার।

২০১৯ সালে কোয়েটার শিরোপা জয়ের পথে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান স্কোরার ছিলেন ওয়াটসন। ১৪৩.৮১ স্ট্রাইক রেটে করেন ৪৩০ রান। জেতেন টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের খেতাব। তবে গত চার আসরে কোয়েটার সময় ভালো কাটেনি। এই সময়ে কখনও প্লে-অফেই জায়গা করে নিতে পারেনি তারা। ২০২০ সালে পেশাদার ক্রিকেট থেকে অবসর নেন ওয়াটসন। এরপর ২০২২ সালে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) দল দিল্লি ক্যাপিটালসের সহকারী কোচ হিসেবে নিয়োগ পান। চলতি বছরের শুরুতে মেজর লিগ ক্রিকেটে সান ফ্রান্সিসকো ইউনিকর্নসের প্রধান কোচের দায়িত্ব নেন দুবারের বিশ্বকাপ জয়ী ওয়াটসন।

আইসিসি র‍্যাঙ্কিং

রশিদকে টপকে বোলিং র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে বিষ্ণই

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বল হাতে দারুণ পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেলেন রবি বিষ্ণই। প্রথমবারের মতো এই সংস্করণে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠলেন ভারতের তরুণ লেগ স্পিনার। সিংহাসন হারিয়ে দুইয়ে নেমে গেলেন আফগানিস্তানের লেগ স্পিনার রশিদ খান।

দেশের মাটিতে ভারতের ৪-১ ব্যবধানে জেতা সিরিজে পাঁচ ম্যাচে ৯ উইকেট নেন বিষ্ণই। জেতেন সিরিজ সেরার পুরস্কার। আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের সাপ্তাহিক হালনাগাদে চার ধাপ এগিয়ে চূড়ায় উঠেছেন ২৩ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে টি-টোয়েন্টি অভিষেকের পর থেকেই ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে চলেছেন বিষ্ণই। এই সংস্করণে এখন পর্যন্ত ২১ ম্যাচে তার শিকার ৩৪ উইকেট। র‍্যাঙ্কিংয়ে বিষ্ণই বড় লাফ দেওয়ায় রশিদের মতো এক ধাপ করে পিছিয়ে আদিল রশিদ ও ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা যৌথভাবে তিনে আছেন। এক ধাপ পিছিয়ে পাঁচে আছেন মাহিশ থিকশানা। বিষ্ণইয়ের সতীর্থ স্পিনার আকসার প্যাটেল ১৬ ধাপ এগিয়ে ১১ নম্বরে আছেন। ৪৫ ধাপ এগিয়ে ১০৪ নম্বরে আছেন পেসার মুকেশ কুমার।

ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৬ ধাপ এগিয়েছেন ইয়াশাসবি জয়সওয়াল। ভারতীয় এই ওপেনার আছেন ১৯ নম্বরে। ১৬ ধাপ এগিয়ে ২৯ নম্বরে আছেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ট্রাভিস হেড। শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন সুরিয়াকুমার ইয়াদাভ। অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে আগের মতো চূড়ায় আছেন সাকিব আল হাসান।

কোপা আমেরিকার ড্র:

কোন গ্রুপে আর্জেন্টিনা-ব্রাজিল?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কোপা আমেরিকার মহারণ শুরু হতে দশ মাস বাকি থাকলেও এখনই উত্তাপ ছড়াতে শুরু করেছে দক্ষিণ আমেরিকার আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠত্বের এই লড়াই। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের মায়ামিতে আজ হয়ে গেল ড্র-এর আয়োজন।

২০২৬ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে ৪৮তম কোপা আমেরিকার আসর বসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। যুক্ত হচ্ছে কনকাকাফ অঞ্চলের বেশ কিছু দল। সবমিলিয়ে ১৬ দল নিয়ে হবে এই টুর্নামেন্ট। যেখানে 'এ' গ্রুপের গ্রুপ অব ডেথে পড়েছে আর্জেন্টিনা। সে তুলনায় কিছুটা সহজ প্রতিপক্ষ পেলেও স্বস্তি পাচ্ছে না ব্রাজিলও। গ্রুপ 'ডি'তে কলম্বিয়া এবং প্যারাগুয়ের মত প্রতিপক্ষের সামনে পড়তে হবে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রদের।

গ্রুপিং এর নিয়ম অনুযায়ী, কোন গ্রুপেই তিনের বেশি কনমেবল এর দেশ এবং দুইয়ের বেশি কনকাকাফ অঞ্চলের প্রতিনিধি থাকবে না। সে অনুযায়ী, আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিল দুই গ্রুপেই একসঙ্গে তিনটি কনমেবলের দেশ যুক্ত হয়েছে। 'এ' গ্রুপে আর্জেন্টিনা পাচ্ছে মহাদেশীয় প্রতিপক্ষ পেরু এবং চিলিকে। আর ব্রাজিলের গ্রুপে মহাদেশীয় প্রতিপক্ষ কলম্বিয়া এবং প্যারাগুয়ে।

একনজরে কোপা আমেরিকা -২০২৪ এর গ্রুপ: গ্রুপ এ - আর্জেন্টিনা, পেরু, চিলি, প্লেঅফ বিজয়ী (১) গ্রুপ বি - মেক্সিকো, ইকুয়েডর, ভেনিজুয়েলা, জ্যামাইকা

গ্রুপ সি - যুক্তরাষ্ট্র, উরুগুয়ে, পানামা, বলিভিয়া। গ্রুপ ডি - ব্রাজিল, কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ে, প্লেঅফ বিজয়ী (২)

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR